ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 54-58
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.008

মল্লিকা সেনগুপ্তের সীতায়ন: নারী ভাবনার নবতর ভাষ্য

ড. অরূপা চক্রবর্তী, *অতিথি শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, মহারাজা বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা*
E mail: arupachakraborty@gmail.com

Received: 15.09.2024; Accepted: 29.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

Mallika Sengupta is a prominent name in the field of women's rights and feminist writings within the modern Bengali literary world. As a voice of protest, she produced a reinterpretation of the Ramayana in her novel Sitayan. In this work, Sita's character challenges the ironic fate of women, reflecting on their eternal destiny through the lens of contemporary consciousness. Kaushalya is portrayed as a woman infused with modern feminist ideals in Sengupta's narrative. Sitayan serves as a unique biography of an extraordinary woman, highlighting Sita's character within the modern prose that explores her life cycle.

Key Words: Feminism, Fate, Motherhood, Patriarchy, Femininity, Arbitrary, Chastity

বর্তমান বিশ্বে বহু চর্চিত একটি বিষয় হল নারীবাদ। নারীবাদ মূলত পুরুষতান্ত্রিক দুনিয়ায় নারীদের নিজের অধিকার ও যথাযোগ্য সম্মান আদায়ের লড়াই। আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতেও নারীবাদ একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধিকার, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ইতিবৃত্ত নারী লেখিকাদের কলমে নব আঙ্গিকে উঠে আসছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতে নারীর অধিকার ও নারীভাবনামূলক রচনার ক্ষেত্রে মল্লিকা সেনগুপ্ত একটি উজ্জ্বল নাম। পুরুষতান্ত্রিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারীর প্রকৃত অবস্থানকে তিনি তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। মল্লিকা সেনগুপ্তের নারী ভাবনা এক নবতর চিন্তা চেতনাকে দ্যুতিত করে।

পিতৃতন্ত্র নির্দিষ্ট সমাজে যেখানে নারীকে যৌনতা, মাতৃত্ব ও সুগৃহিনীপনার মানদণ্ডে নারীত্বের সাফল্য নির্ধারিত হচ্ছে, এর বিরুদ্ধেই মল্লিকা সেনগুপ্ত কলম ধরেছেন। প্রতিবাদের স্বর হিসেবে মল্লিকা সেনগুপ্ত নির্মাণ করেছেন রামায়ণের এক প্রতিস্পর্ধী বয়ান-- 'সীতায়ন' উপন্যাস। 'সীতায়ন'-এ সীতা চরিত্র যুগচেতনার আলোকে নারীর চিরকালীন ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছে। সীতা বিসর্জনের জন্য লক্ষণকে প্রেরণ করার সময়ে সীতাকে বিষয়টি জানানোর পরের সীতার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নারীর চিরন্তন রূপ প্রস্ফুটিত। লক্ষণের কাছে সীতার তখন একটাই প্রশ্ন- "আমার গর্ভস্থ সন্তানের কি হবে?"[১] সীতার মনে হয় একদিন তাঁর সন্তানদের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, কারণ অরণ্যে জন্ম হওয়া এই শিশুদের

হয়তো প্রজারা রামচন্দ্রের সন্তান বলে মানতে চাইবে না। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন সীতার আরো জানতে চান "তিনি তো নির্বাসন দিয়েছেন শুধু আমাকেই। তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সেও কি বঞ্চিত হবে তার পূর্বপুরুষের অর্জিত রাজসুখ থেকে?"[২] সীতা নির্বাসনের সময়কাল সম্পর্কে জানার পর লক্ষণ প্রকৃত সত্যটি সীতার সম্মুখে উন্মোচন করেন। "দেবি আপনি বুঝতে পারছেন না, লোকভয়ে তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন, সন্তানের বা আপনার ভরণপোষণ কোনও কিছুই তিনি আর দায়িত্ব বলে মনে করেন না।"[৩] সীতার এই আকস্মিক আঘাতে চারিদিকে শূন্য মনে হয়, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অপ্রত্যাশিত এই নির্বাসনে অভিমাণ ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অনিশ্চিত বনবাস জীবন বরণ করে সীতা রামের মঙ্গল কামনা করেন। কারণ তিনি স্ত্রী, তিনি নারী।

নারী হিসেবে কৌশল্যাকে মল্লিকা সেনগুপ্ত আধুনিক নারীবাদী চেতনায় অভিসিঞ্চিত করেছেন। পুত্রবধূ সীতার নির্বাসনের বিষয়টি কৌশল্যার অনুপস্থিতিতে হয়েছে। ফিরে এসে পুত্র রামের এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেন। রামের প্রজানুরঞ্জনের জন্য ও রাষ্ট্র রক্ষার জন্য সীতা বিসর্জনকে তিনি মূঢ়তা বলে ধিক্কার জানান। রাষ্ট্রের কল্যাণে ক্ষত্রিয় রাজার একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টি তিনি সমর্থণ করেন না। রামের সীতার প্রতি ভক্তিতে কৌশল্যা খুশি ছিলেন। সীতা নির্বাসনের জন্য কৌশল্যার আর্তনাদ- "পুত্র এ কি নিদারুণ কশাঘাত সেই ধারণার প্রতি! অভাগা সীতা পঞ্চমাস গর্ভিণী, কোন অজানা দেশে অরক্ষিত অভূক্ত মৃতপ্রায় পড়ে থাকবে। এত তোমার সিংহাসনাসক্তি! হে রাম, তুমি তো নির্লোভ বলে প্রচারিত ছিলে, সেই তুমি প্রজার বিভ্রান্তি দূরীভূত না করে তাদের কূট সন্দেহকেই প্রশ্রয় দিলে সিংহাসনে আসীন থাকার জন্য!"[৪] ক্ষমতালোভী পুরুষ হিসেবে রাম তার মাতার দ্বারা অর্থাৎ একজন নারী দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এখানেই থেমে থাকেননি কৌশল্যা। রামের কাছে জানতে চেয়েছেন; "নারীর রক্ষণাবেক্ষণও কি রাজার কর্তব্য নয়, নারী কি তার প্রজা নয়, কৌশল্যা বলেন, উপরন্তু তুমি তার ভর্তা, ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েও তুমি জানকীকে জীবনের মধ্যপথে, সবচেয়ে সংকটজনক মুহূর্তে ত্যাগ করেছ, এ কি অন্যায় নয়! রাজা হয়েছ বলে জীবনের অন্য দায়িত্বগুলি উপেক্ষা করবে।"[৫] রামের সীতাকে বনে পাঠিয়ে দেওয়াকেও কৌশল্যা চরম নিষ্ঠুরতা বলে মনে করেন। বাল্মিকীর আশ্রমে সীতাকে রাখার নিশ্চিন্ততাও কৌশল্যা মেনে নিতে পারেন না। কারণ "ইক্ষ্বাকু কুলতিলক সেই শিশু কি বনচর রাক্ষসদের ন্যায় পালিত হবে?"[৬] এখানেই কৌশল্যার মধ্য দিয়ে লেখিকা নারীর প্রতি পুরুষের অবিচারের বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন।

বাল্মিকী কর্তৃক স্নেহ পেয়ে সীতা নিজের আশ্রয় পাওয়া নিয়ে কৃতজ্ঞ। একা নারী সমাজ সংসারে চলাফেরা করতে গিয়ে কিভাবে বিপদের সম্মুখীণ হতে পারে সে স্বাভাবিক বোধও সীতার মধ্যে রয়েছে। সীতা বাল্মিকীকে বলেন; "আপনি গ্রহণ না করলে আমি ওই তমসার স্রোতে ভেসে যেতাম, শ্বাপদগণ আমাকে ভ্রূণসহ ছিঁড়ে খেত। রক্তের সম্পর্ক, মন্ত্রের সম্পর্ক সব মিথ্যা হয়ে গেল আর কোথা থেকে উষার শিউলিপুষ্পের মতো আপনার স্নেহ আমার ওপর ঝরে পড়ছে!"[৭] এখানে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর আর্তনাদ ও জীবন সম্পর্কে সীতার অনিশ্চয়তার মধ্যেও বাল্মিকীর মহান এক পুরুষের আশ্রয়ের ফলে নিজেকে অনেক কৃতার্থ মনে হয়েছে।

বিভীষণের রাজ্যাভিষেকের সময়ও রামের নির্দেশে সীতাকে শুদ্ধ হয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়েছে। তখন সতীত্ব পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়ে সীতা বাল্মীকির কাছে জানতে চান, "মহাভাগ, আপনি তো ভূয়োদর্শী, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চালক, আপনি বলুন, শুধু নারীর জন্যই অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন হয় কেন?"[৮] রাবণের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়েও সীতা যুক্তি দিয়ে তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, "স্বামীর প্রতি আমি অত্যধিক প্রণয়াসক্ত ও নিষ্ঠ ছিলাম বলেই রাবণ সংসর্গে আমার রুচি হয়নি। সেটা ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু আমি যদি তাকে প্রতিহত করতে না পারতাম, সেরকম উপক্রম দু'দিন অন্তত হয়েছিল, তা হলে সে কি

আমার দোষ! পূজ্য পিতা দশরথ যদি তিনশত পঞ্চাশ জন স্ত্রী গ্রহণ করে মাতা কৌশল্যাকে নিত্য পীড়ন করেও অকলঙ্ক থাকেন, তো বলপ্রয়োগে ধর্ষিত এক রাজপুরনারী কেন অশুচি গণ্য হবেন। রাম আমাকে রক্ষণীয় বোধ করেও রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, সে দোষ তাঁর, আমার নয়।"[৯] সীতার কথায় বিস্মিত হয়ে বাল্মীকি তখনই জানান "তোমার পিতামাতা কি এ-কথা তোমাকে জানাননি যে পুরুষ এই জগৎসংসারের সকল কিছুর প্রভু। নারী তার সম্পত্তি ও সেবাকারিণী মাত্র,"[১০] এখানেই আমরা নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব ও নারীর প্রকৃত অবস্থানের চিত্রটি ফুটে উঠতে দেখি। সীতার এই প্রশ্নগুলি মল্লিকার কলমে আধুনিক নারীর প্রতিবাদের ভাষা। যারা স্বামীর অবিচার ও অত্যাচারকে মুখ বুঝে সহ্য করতে রাজি নয়।

নারীর সতীত্ব বিচারের পুরুষের একাধিপত্যকে সীতা মানতে পারেন না। এর ফলে তার প্রশ্ন; "যে মানদণ্ডে নারীর শুচিতা বিচার করছেন আপনারা, পুরুষের ক্ষেত্রে সেই মানদণ্ড নয় কেন? পুরুষ নারীর প্রভু তাই! কেনই বা সকল অধর্মাচারী, পরস্ত্রীকাতর, হিংস্রমানস, যুদ্ধপরায়ণ পুরুষেরা নারীর প্রভু হবে!"[১১] এখানেই মল্লিকা সেনগুপ্তের ভাবনার নতুনত্ব। নারীর পুরুষের প্রভুত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, যার ফলে সীতা পৌরাণিক নারী হয়েও আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী ও অধিকার সচেতন বলিষ্ঠ নারী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। যে নিজের সঙ্গে হয়ে যাওয়া অন্যায়কে নিয়ে পুরুতান্ত্রিক সমাজকে প্রশ্ন করছে। সন্তান জন্মের সময় নিজের মৃত্যু কামনা করেও সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার চেষ্টা সীতা করেছে। নারী কর্তৃক নারীকে অপদস্থ করার বিষয়টি মল্লিকা সেনগুপ্ত এখানে দেখিয়েছেন। ধাত্রী বলেছে; "এই নারীকে স্বামী ত্যাগ করেছে, রাক্ষসের ঘরেও ছিল, ওই সন্তান স্বাভাবিক নয়, অরক্ষিত এই নারীর গর্ভে কোনও অপদেব ঢুকেছে।"[১২] আত্রেয়ী সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রীর কথার প্রতিবাদ করে সীতার অদম্য মনোবল ও রাবণের কাছে থেকেও নিজেকে রক্ষার করার শক্তিকে প্রশংসা করেছে।

বারুণীর কথাতে আমরা রাবণের স্বেচ্ছাচারী ও নারীলোলুপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হতে দেখি। "রাবণ যৌবনোদ্গম থেকেই নারীলোলুপ ছিল, পথপার্শ্বে কোনও নারীকে দেখলে তাকে ভোগ না করে নিস্কৃতি দিত না।"[১৩] কিন্তু নিজের ঘর ও প্রজাদের ঘরের নারীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এর থেকে নিস্কৃতি দিত। পরস্ত্রীকে ধর্ষণেই রাবণের অধিক আনন্দ ছিল। এখানে মল্লিকা সেনগুপ্ত নারীর নিরাপত্তাহীনতা ও পুরুষের আগ্রাসী মনোভাবের বিষয়টি পরিস্ফুট করেছেন।

লব কুশের আশ্রমিক শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর পিতৃপরিচয় জানার সময় একজন নারী হিসেবে সীতার অন্তর্বেদনাকে লেখিকা অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপ দিয়েছেন। ঋষি অগস্ত্যের কথায় নারী আর শূদ্র একীভূত হয়ে গেছে, নারী ও শূদ্র উভয়েই ধর্মাচরণ ও পূজার অধিকার থেকে বঞ্চিত। কারণ তার উপর একাধিপত্য ব্রাহ্মণ পুরুষদের। এখানেও লেখিকা আমাদের সমাজের নারীর প্রকৃত অবস্থানকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সীতার মধ্যে নারীত্বের জাগরণে ঋষি অগস্ত্য সীতাকে ধার্মিক রামচন্দ্রের যোগ্য স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না। এর উত্তরে সীতা তার আচরণ পরিবর্তনের কারণটি জানায়। একসময় সীতা স্বামীর উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সেই স্বামী বিনা দোষে পরিত্যাগ করার পর সমাজ সংসারের প্রয়োজনে, সন্তানদের প্রতিপালন করতে গিয়ে মানুষের নিষ্ঠুরতা ও অবিচার সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।

বাল্মীকি সীতাকে শম্বুক দর্শণে নিয়ে যেতে চাননি। কারণ সীতা নারী হয়ে প্রাঙ্গণের বাইরে যেতে পারবে না। তখনই আমরা বাল্মীকির কথাতে নারীকে অবরোধ করার একটি বিশেষ একটি কারণ সম্পর্কে অবগত হই। "নারীকে অবরোধে রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য উচ্চবর্ণের নারীদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের সাক্ষাতের সুযোগ না দেওয়া।"[১৪] কারণ এতে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের সম্ভাবনা দূর করা যায়। সীতার মুখে আমরা সেই আক্ষেপের বাণী শুনতে পাই; "পুরুষের সংযম হারালে দোষ নয়। নারীকেও

থাকতে হবে অবরুদ্ধ অন্তপুরিকা!"[১৫] কারণ সে নারী। পুরুষের আধিপত্যবাদী সমাজে নারীর জন্যই কঠিন ও কঠোর বিধানগুলি বানানো হয়েছে। আর সেই বিধান মানতে মানতে একসময় নারীরা একেই ভবিতব্য ভেবে মেনে নিয়েছে। পুরুষের বানানো নারী শোষণকারী এই অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি নারীদের নেই।

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে বাল্মীকি লব-কুশকে রামায়ণ গান করার জন্য নিয়ে যান। সেখানে পুনরায় সীতা ও তার পুত্রদেরকে রামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যটিই মূখ্য ছিল। আশ্রমে থাকা সীতা ও আত্রেয়ীর কথোপথনে আমরা সীতার জীবনের দুঃখ, কষ্ট ও মর্মবেদনার স্বরূপটি দেখতে পাই। রামের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার বিষয়ে সীতা আত্রেয়ীকে তার অন্তরের প্রকৃত দুঃখবেদনার চিত্রটি তুলে ধরেন। সীতা স্বেচ্ছায় রাজসুখ বিসর্জন দিয়ে স্বামীর অনুগামিনী হয়েছে। রাবণের সহস্র প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছেন শুধুমাত্র স্বামীর প্রতীক্ষায়। কিন্তু সেই স্বামীই রাজা হওয়ার পর সীতাকে ত্যাগ করেছে। আত্রেয়ী সীতাকে সবকিছু ভুলে যাবার কথা বললেও সীতার মনে এক অজানা আশঙ্কা থেকে যায়। "সব ভুলে যাব! আবার সেই একদেশদর্শী আত্মাভিমানী স্বামীর প্রাসাদে গিয়ে উঠব, কখন তিনি পুনরায় বিতাড়ন করবেন সেই ভয়ে দিনাতিপাত করব! এইজন্যই কি আমার জন্ম হয়েছিল?"[১৬] এই প্রশ্ন শুধু সীতার একার নয়, এই প্রশ্ন সমস্ত নারীর।

লব কুশের পরিচয় জানার পর সীতাকে পুনরায় গ্রহণের পূর্বে সতীত্ব পরীক্ষার শপথ গ্রহণের কথা বলতেই অভিমানী সীতা প্রতিবাদী হয়ে উঠে। যে স্বামী গর্ভবতী স্ত্রীকে গোপনে পরিত্যাগ করেন, যে স্বামী স্ত্রী ও সন্তানদের আশ্রমে ভিক্ষাজীবী করে ফেলে রাখেন সেই রামকে সীতা বিচারকের যোগ্য বলে মনে করেন না। রাম সীতাকে নারীর লজ্জা নামক ভূষণের কথা বললে সীতা জানায়, "আর রাজার ভূষণ যে প্রজানুরঞ্জন, যার জন্য আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন দশরথ পুত্র, সেই কর্তব্যবোধ কোথায় ছিল যখন এক নিরীহ শূদ্রকে শুধুমাত্র তপশ্চর্যার জন্য ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় হত্যা করেছিলেন? শূদ্র কি প্রজা নয়? নারী কি প্রজা নয়? বাঃ ধিক এই রাজ আদর্শে, ধিক রামরাজে।"[১৭] এখানেই মল্লিকা সেনগুপ্ত সীতাকে সীতাকে প্রকৃত প্রতিস্পর্ধী নারী চরিত্র রূপে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

সীতার সতীত্ব অক্ষুন্ন থাকার ব্যাপারে রামের প্রশ্নের জবাবে সীতার সঙ্গে আমরা লেখিকা মল্লিকা সেনগুপ্তের নারীবাদী চিন্তাচেতনাকে একাত্ম হতে দেখি; "সতীত্বনাশ একটি দুর্ঘটনামাত্র, লঙ্কাযুদ্ধে আপনার ও লক্ষণের নাগপাশে বদ্ধ হওয়ার মতোই এক শারীরিক আক্রমণ। ধর্ষিতা নারীর শরীর তাতে পরিবর্তিত হয় না মনও না।"[১৮] বশিষ্ট সীতাকে আর্য সভ্যতার গার্হস্থ্য নিয়মের প্রয়োজনে সীতার শপথ গ্রহণের গুরুত্বের কথা বোঝাতে চান। তখন সীতা নারীর সতীত্ব ধারণার প্রতি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন; "সতীত্ব একটি নির্মিত ধারণা, আপনারা তা তৈরি করেছেন নারীকে আয়ত্বে রাখার জন্য। সতীত্ব এক অস্ত্র যা আপনারা নারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। পুরুষের জন্য যদি সতীত্ব প্রয়োজনীয় না হয়, নারীর জন্যই বা কেন তা প্রযোজ্য হবে।"[১৯] পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের অসম্মান ও অনাদরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মল্লিকা সতীত্ব ধারণার প্রকৃত স্বরূপকে সীতার কথার মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। যে ধারণাটি শুধুমাত্র নারীর জন্যই সৃষ্ট হয়েছে এবং এর দ্বারা পুরুষ নারীকে আরো বেশি করে দুর্বল ও পর্যদস্ত করেছে।

রামের কাতর অনুরোধ ও সীতা নিজ সিদ্ধান্তে অটল। রামকে বললেন; "আর্যপুত্র ক্ষমা করো, এই শপথ আমি নিতে পারব না। আমার জীবন তো শেষ হল। পরন্তু সতীত্বে শপথ নিয়ে আর্যাবর্তের সমগ্র নারীদের সর্বনাশের পথ সুগম করতে পারব না।"[২০]

মল্লিকার সীতা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। যাবার পূর্বে সীতা রামকে জানিয়ে গেলেন; "আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, পারবে না, তোমাদের পৃথিবী আমি ত্যাগ করলাম, তোমাকে ত্যাগ করলাম।"[২১] এখানে নারীবাদী মল্লিকার সৃষ্ট সীতা নবতর নব জীবনবোধে উদ্ভাসিত। সীতার জীবন পরিক্রমার যে আধুনিক গদ্য আপন চরিত্র দীপ্তিতে উজ্জ্বল এক অসাধারণ নারীর অনুপম জীবনালেখ্য মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন'।

<u>উল্লেখপঞ্জি</u>

১। মল্লিকা সেনগুপ্ত- গদ্য সমগ্র, আনন্দ পাবলির্শাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯
২। তদেব, পৃ-১০
৩। তদেব, পৃ-১০
৪। তদেব, পৃ-১৬
৫। তদেব, পৃ-১৬
৬। তদেব, পৃ-১৭
৭। তদেব, পৃ-২২
৮। তদেব, পৃ-২৯
৯। তদেব, পৃ-২৯
১০। তদেব, পৃ-২৯
১১। তদেব, পৃ-২৯
১২। তদেব, পৃ-৪৪
১৩। তদেব, পৃ-৪৭
১৪।তদেব, পৃ-৯৬
১৫। তদেব, পৃ- ৯৬
১৬। তদেব, পৃ- ১০৪
১৭। তদেব, পৃ-১১৬
১৮। তদেব, পৃ- ১১৭
১৯। তদেব, পৃ-১১৮
২০। তদেব, পৃ- ১১৮
২১। তদেব, পৃ-১২০